আজকের কাগজ

তারিখ 02 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

সিনেট সভা সম্পর্কে রেজিস্ট্রার্ড গ্রাজুয়েটদের বক্তব্য

সরকারি নীল নকশা বাস্তবায়নের জন্যেই উপাচার্য নিরপেক্ষতা বিসর্জন দেন

যে অনাকাঙ্খিত ও অনভিপ্রেত ঘটনার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনের তৃতীয় দিনে সভা বয়কট করে সভা কক্ষ থেকে আমরা বের হয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি।

বহু প্রত্যাশা নিয়ে আমরা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট রেজিস্ট্রার্ড গ্রাজুয়েট ক্যাটিগোরি থেকে নির্বাচনে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদ'র ব্যানারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি এবং সম্মানিত ও সচেতন রেজিস্ট্রার্ড গ্রাজুয়েটদের পূর্ণ সমর্থনে আমরা ২৫টি আসনের সব ক'টিতেই বিজয়ী হই।

২৮ জুন সিনেট অধিবেশন শুরু হওয়া থেকেই যেভাবে এর কার্যাবলী অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো তা আমাদের দারুণভাবে ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত করে। সিনেটের চেয়ারম্যান মাননীয় উপাচার্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একাধিকবার রেজিস্ট্রার্ড গ্রাজুয়েট ও অন্যান্যরা ফ্লোর চাইলে তিনি তা ক্রমাগত উপেক্ষা করেন কিম্বা কখনো কখনো কাউকে ধমকের সুরে বসিয়ে দেন। অথচ উপাচার্য তথা বর্তমান সরকারের সমর্থক হিসেবে পরিচিত সিনেটররা ফ্লোর চাওয়া মাত্রই উপাচার্য তাৎক্ষণিক তাদেরকে একাধিকবার বক্তব্য রাখার সুযোগ দেন এবং এদের কেউ কেউ অনুমতি ছাড়াই বক্তব্য দেয়ার সুযোগ পান। এ দ্বারা সিনেটের চেয়ারম্যান হিসেবে উপাচার্যের নিরপেক্ষতা মারাত্মকভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। সিনেটের অধিবেশনে সিনেট সদস্য হিসেবে যোগদানকারী ঢাঃ বিঃ শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে যেভাবে ধমকের ভঙ্গিতে তিনি আচরণ করছিলেন তা আমাদেরকে বিস্মিত করে।

এতদসত্বেও আমরা সিনেট অধিবেশনে আমাদের উপস্থিতি অব্যাহত রাখি। কিন্তু সিনেট অধিবেশনের তৃতীয় দিনে উপাচার্যের আচরণ আমাদেরকে দারুণভাবে মর্মাহত ও বিক্ষুব্ধ করে। আমাদের পক্ষ থেকে সর্বপ্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দেয়া সত্ত্বেও তিনি তার পক্ষপাতিত্বমূলক ভূমিকা থেকে সরে তো আসনেই নাই বরং সিনেট থেকে সিন্ডিকেটে ৩ জন ও ফিন্যান্স কমিটিতে ১ জন সদস্য নির্বাচনকে সামনে রেখে তিনি আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন এবং দলীয় অবস্থান অবলম্বন করেন। সিনেট থেকে সিন্ডিকেট ও ফিন্যান্স কমিটিতে প্রতিনিধি নির্বাচনেও উপাচার্য ও সরকারের সমর্থক প্যানেলের বিভিন্ন ছল কলা-কৌশলের আশ্রয় নেয়। নির্বাচনে তাদের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এমনকি ঢাঃ বিঃ অধ্যাদেশ ও মর্যাদা উপেক্ষা করে সরকার ও স্পীকার মনোনীত সিনেট সদস্যদের মধ্যে যারা অনুপস্থিত তাদের স্থলে অন্যদের স্থলাভিষিক্ত করা হয়। এমনকি এই প্রক্রিয়ায় শেষ মুহূর্তে সিনেটর হিসেবে যাদের নাম সংযুক্ত করা হয় উপাচার্য তাদের তালিকাও সিনেট সভায় পেশ না করে বরং গোপন রাখেন। এতেও যখন তারা বিজয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারছিলেন না তখন জাতীয় সঙ্গীত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত এবং ঢাঃ বিঃ শিক্ষক সমিতি থেকে বহিস্কৃত সরকার মনোনীত সিনেট সদস্য ডঃ এম এরশাদুল বারীকে ভোটদান শুরুর পূর্ব মুহূর্তে নিয়ে এসে উপস্থিত করানো হয়। বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও ডঃ এম এরশাদুল বারীর উপস্থিতির সপক্ষে সিনেট চেয়ারম্যান উপাচার্য রুলিং দিলে এক পর্যায়ে আমরা সভা বর্জন করে চলে আসতে বাধ্য হই।

পূর্বাপর ঘটনা বিশ্লেষণ করে আমাদের দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে, সরকার জাতীয় সংসদের মত ঢাঃ বিঃ সিনেটকেও কুক্ষিগত ও অকার্যকর করার জন্যে একটি নীল-নকশা অনুযায়ি অগ্রসর হয়। উপাচার্য এমাজ উদ্দিন আহমদ সিনেটের চেয়ারম্যান হিসেবে নিরপেক্ষ না থেকে বরং পক্ষ অবলম্বন করেন এবং সরকারি নীল-নকশা বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসেন। এরফলে সিনেটের চেয়ারম্যান হিসেবে উপাচার্যের এ ধরনের হীন ও ঘৃণ্য ভূমিকার তীব্র নিন্দা করছি। আমরা মনে করি এরপর সিনেটের চেয়ারম্যান হিসেবে তার অধিষ্ঠিত থাকার কোনো নৈতিক অধিকার নাই। নির্বাচিত ২৫ জন রেজিস্ট্রার্ড গ্রাজুয়েট হচ্ছেন, ডঃ আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, সামসুজ্জামান খান, ইসমত কাদির গামা, ডঃ হারুন-অর-রশিদ, ডঃ নুরুর রহমান খান, প্রফেসর আব্দুল মান্নান চৌধুরী, এ এন রাশেদা, খালেদা হাবিব, প্রফেসর ম আখতারুজ্জামান, অধ্যাপিকা মাহফুজা খানম, আবদুস সালাম তালুকদার (এডভোকেট), ডঃ এনামুল হক, ওয়াহিদুজ্জামান চান, মোঃ এনামুল হক, হাবিবুর রহমান খান, মঞ্জুরুল ইসলাম, শাহজালাল মজুমদার, এডভোকেট ওয়ায়ের ফারুক, নিলুফার বেগম, কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ, রামেন্দু কৃষ্ণ মজুমদার, এ্যাডভোকেট সৈয়দ আহমেদ, ডাঃ সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী, এ্যাডভোকেট সৈয়দ রেজাউর রহমান এবং আজিজুল ইসলাম ভুইয়া। খবর বিজ্ঞপ্তি।